যুগান্তর

তারিখ ১৩ JAN 2003
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০৩ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার বিতরণ করেন -পিআইডি

# দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম শিক্ষামান নিশ্চিত করুন : প্রধানমন্ত্রী

## জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠান

কাগজ ডেস্ক : প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ২০০৩ সালকে 'সুশিক্ষা বছর' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আগামী এক বছরে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম শিক্ষামান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০৩-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে এ আহ্বান জানান। বাসস, ইউএনবি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ আমি শুধু আশা নয়, দাবি করবো যেন দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করে।' তিনি বলেন, যদিও দেশের কিছু সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উচ্চমান অর্জন সম্ভব নয়, তথাপি এক বছরে ন্যূনতম মান অর্জন সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী একুশ শতকের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, 'পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ আমাদেরকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং পেশা ও বৃত্তি ভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি শিশুকে স্কুলে আনার মাধ্যমে শিক্ষার হার আরো বৃদ্ধি এবং শিক্ষা প্রসারের আহ্বান জানান। তিনি এ বছরের শিক্ষা সপ্তাহের স্লোগান 'স্বনির্ভরতা অর্জনে শিক্ষাকে সার্থক করতে শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা বিকাশের' ওপরও জোর দেন।

খালেদা জিয়া বলেন, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশের অভাব, মানসম্পন্ন শিক্ষকের সংকট এবং শিক্ষকদের অবহেলা ও কর্তব্যহীনতাসহ বিভিন্ন ● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

## দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

● শেষের পাতার পর কারণে শিক্ষার্থীরা মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পরিচালনা, সন্ত্রাস বন্ধ এবং নকলমুক্ত পরিবেশে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার ছাত্রছাত্রীদের হাতে সময়মতো বই তুলে দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ ও সংস্কার এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেশব্যাপী কম্পিউটার বিতরণ কর্মসূচিও উদ্বোধন করেন। এর আওতায় প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কলেজে পর্যায়ক্রমে ২৫ হাজার কম্পিউটার বিতরণ করা হবে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নগদ টাকা অনুদান এবং মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাসহ মেধাবীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং বিনামূল্যে বই বিতরণসহ তার সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন।

খালেদা জিয়া বলেন, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষায় সহায়তার জন্য মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে 'শহীদ জিয়াউর রহমান আইসিটি স্কলারশিপ' ও 'প্রধানমন্ত্রী স্কলারশিপ' প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, শিক্ষাকে আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় মূল্যবোধ ও ভাবধারার সঙ্গে সমন্বিত করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম এবং শিক্ষা সচিব শহিদুল আলম বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার এবং প্রাথমিক স্কুল ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, এমপি, কূটনীতিক, শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।